৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ৮ আশ্বিন – ১৪ আশ্বিন, ১৪২৮ ঃ ২৫ সেপ্টেম্বর – ১ অক্টোবর, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 48, 25 SEPTEMBER - 1 OCTOBER, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আমজনতার মনে আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত জ্বালানি

তেলের উপর জিএসটি লাগু করার সাহস দেখাতে পারল না কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি। পেট্রল ১০০ টাকা পেরিয়েছে, ডিজেল সেঞ্চুরির পথে, তাও নাকি এখনও উপযুক্ত সময় আসে নি সিদ্ধান্ত নেওয়ার। রাজনীতিকদের দ্বিচারিতা দেখে হাসছে মানুষ।

রবিবার : রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের মতে অজানা

জ্বরে কাবু উত্তরবঙ্গ। প্রায় ৬০০ রোগী ভর্তি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালে। আরও তিন শিশুর মৃত্যু হল নতুন করে। নানা ক্ষেত্রে নানা কারণ দেখাচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগ কিন্তু এই জ্বর আটকানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ এখনও দেখা যাচ্ছে না।

সোমবার : করোনার তৃতীয় ঢেউতে যাদের নিয়ে চিন্তা সবচেয়ে বেশি সেই

শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি বাড়ছে রাজ্যের জেলায় জেলায়। এর প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে পুষ্টিকর খাবার বিতরণে ঘাটতি, কারণ আইসিডিএস সেন্টারগুলি বন্ধ। সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে অপুষ্টিতে ভুগছেন মায়েরাও।

মঙ্গলবার : আমফানে ত্রাণ ও ত্রাণের টাকা বন্টনে দুর্নীতি নিয়ে চলা

মামলায় রাজ্য সরকারের দেওয়া রিপোর্ট ফিরিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিপদগ্রস্ত মানুষের ত্রাণ নিয়ে যারা কুকর্মে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য ২৭ সেপ্টেম্বর চেয়েছে আদালত।

বুধবার : চিট ফান্ড নিয়ে চলা একাধিক মামলায় অভিযুক্তদের সঙ্গে

সরাসরি কথা বলা জরুরি। অথচ পুলিশ তাদের আদালতে হাজির করাতে পারছে না এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নথিপত্র চেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশের এই আচরণের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দালের আদালতে হাজির হয়ে ক্ষমা চাইলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালবীয়।

বৃহস্পতিবার : ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার মগরাহাটের বিজেপি প্রার্থী মানস সাহা যেদিন মারা গেলেন সেদিন হিংসা নিয়ে আরও দুটি মামলা দায়ের করল সিবিআই। একটি ঝাড়গ্রামের অন্যটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার। গত বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর মোট ৪০টি হিংসাত্মক ঘটনার মামলা দায়ের করা হল।

শুক্রবার : এবারের দুর্গাপুজোয় কলকাতার মণ্ডপে কি ভিড় করে ঠাকুর

দেখায় অনুমতি মিলবে? কেন্দ্রের পাঠানো নয়া নির্দেশে বলা হয়েছে যে জেলায় সংক্রমণ ৫ শতাংশ বেশি সেখানে কোনও ভিড়ের অনুমতি দেওয়া যাবে না। একমাত্র কলকাতায় সংক্রমণ ৫ থেকে ১০ শতাংশ। উল্লেখ্য গত বছরে আদালতের নির্দেশে বন্ধ ছিল মণ্ডপে ঢোকা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

আইনের ভারতীয়করণ! প্রস্তাব মানবে কে?

ওঁকার মিত্র ঃ দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী কিংবা পুঁজিবাদী এবং সাম্যবাদী অর্থনীতির ভারতীয় ধারক–বাহকরা গত ৭৫ বছরে শাসন ব্যবস্থার মৌচাকে ঢুকে গণতন্ত্রের মধু চেখে বুঝে ফেলেছে এদেশের পুলিশ ও আইন ব্যবস্থা কতটা সুস্বাদু। এ মধুর মোড়কটা ভারতীয় হলেও ভিতরে ঔপনিবেশিকতার গন্ধ ম ম করছে যা 'নেটিভ' শাসনের অভিজ্ঞতা দিয়ে একটু একটু করে জমা করেছিল ব্রিটিশ শাসকরা। ১৯৪৭ সালের মাঝ আগস্টের মধ্যরাত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের সন্ধিপুজোয় এই মৌচাকটিই হাতে তুলে নিয়েছিলেন

ভারতীয় রাজনীতির তৎকালীন স্বদেশী তন্ত্রধারকরা। সেই থেকে ভিতরে বিদেশীয়ানা ঠাসা মধু ভান্ডারের বাইরের প্যাকিং–এ ১০০ শতাংশ স্বদেশীয়ানার ছবি–ছাবা লাগিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মার্কেটিং করে যাচ্ছেন ভারতের রাজনীতিকরা। তাই তো আজও দেশে চালু রয়েছে ব্রিটিশ আমলের পুলিশ আইন। আর বর্তমান আইন ব্যবস্থা যে কতটা বিদেশী অনুকরণ তা কর্ণাটক বার অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় গিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা। তিনি মনে করেন এদেশের বিচার ব্যবস্থা ভারতের বিপুল জনসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সময় বলছে এবার ঔপনিবেশিক বর্তমান আইনি প্রক্রিয়ার নির্ভেজাল ভারতীয়করণ জরুরি।

এরপর তিনের পাতায়

আসছে দুয়ারে দুর্যোগ

কুনাল মালিক: অতিবৃষ্টিতে একেই জেলা জুড়ে বন্যার ভ্রূকুটি। এখনও বসতবাড়ি থেকে জল নামেনি। কৃষি জমি, মাছ ভরা পুকুর, সবজি ক্ষেত সবই প্লাবিত। সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, গোসাবা, ক্যানিং তো বটেই পাশাপাশি কলকাতা শহরতলির মহেশতলা, বজবজ, বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়াসহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এখন জল জমে আছে। গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার রোদের মুখ দেখেছে মানুষ। এরই মধ্যে আবারও নিম্নচাপের আশঙ্কা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে মায়ানমারের কাছে থাকা ঘূর্ণাবর্তটি উত্তর–পূর্ব ও লাগোয়া

বঙ্গোপসাগরের দিকে সরে আসছে। শুক্রবারই তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। সেই নিম্নচাপের জেরে আগামী রবিবার থেকে ওড়িশা উপকূল ও পশ্চিমবঙ্গে গাঙ্গেয় এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা আছে। ইতিমধ্যে নবান্ন থেকে মুখ্যসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী জেলা শাসক ডঃ পি উলগানাথনকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। রাজ্য ও জেলায় বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। নামখানা–কাকদ্বীপ–সাগর ও ডায়মন্ড হারবারে মাইকিং হচ্ছে। শুক্রবারের মধ্যে মৎস্যজীবীদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসতে বলা হয়েছে। ব্লকে ব্লকে সিভিল ডিফেন্স ও এনডিআরএফ মোতায়েন করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ত্রাণ সামগ্রীও মজুত করা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে খবর গত সপ্তাহে দুর্যোগের জেরে প্রায় ৬৫০টি শিবিরে ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। এখনও ১৫ হাজার মানুষ জলমগ্ন অবস্থায় আছেন। যদি আবহাওয়া দফতরের আশঙ্কা বাস্তবে মিলে যায় তাহলে পুজোর আগে মানুষের দুয়ারে দুর্যোগ চরম বিপদে ফেলবে।

জলের সমস্যা সমাধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ–২ নম্বর ব্লকে এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও সাতগাছিয়া–বিষ্ণুপুর–বজবজ এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা আছে। বাম আমলে তৈরি প্রকল্প থেকে ৮–১০টি ব্লকে পাইপ লাইনে জল যায়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিকভাবে সংযোগ দেওয়ার ফলে, সবাই ঠিক মতো জল পাচ্ছিল না। পানীয় জলের যা চাহিদা তার থেকে যোগান কম। তাছাড়া দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় জলের গুনগত মান নিয়েও অভিযোগ উঠছিল। তৃণমূল সরকার গঠন হবার পর আরও একটি প্রকল্প হয়। যেটি থেকে জল ফলতা–মগরাহাট এলাকায় যাচ্ছে।

এরপর তিনের পাতায়

দাঁত বসাচ্ছে বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার কলকাতার একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী মানস সাহার। তার শবদেহ যখন কালীঘাট ব্রিজ দিয়ে আসছিল, তখন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার শববাহী গাড়ির সামনে বসে বিক্ষোভ দেখান। সঙ্গে ছিল সাংসদ অর্জুন সিং, ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল প্রমুখ। বিজেপির অভিযোগ, মৃত নেতার মৃত্যুতে দায়ের এফআইআর–এ কারচুপি করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ তৎপর হয়ে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেন।

এরপর তিনের পাতায়

বিদ্যুত বিলের প্রতিবাদে অবরোধ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : জয়নগরে ঘন ঘন লোডশেডিং ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ বাসিন্দাদের। দীর্ঘ দিন ধরে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে জেরবার হয়েই এবার বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি রাস্তা অবরোধ করলো এলাকার মানুষজন। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বকুলতলা থানার পদুয়ার মোড়ে। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ জয়নগর বিধানসভার মায়াহাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে দীর্ঘ দিন ধরে সারা দিনে একাধিকবার লোডশেডিং থাকে। যে কারণে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয় বাসিন্দাদের। তাছাড়া

এখন এই সময়ে প্রতিটা মানুষের বাড়িতে অস্বাভাবিকহারে বিদ্যুতের বিল এসেছে। বিষয়টি নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরকে কয়েকবার জানিয়ে ও লাভের লাভ কিছু হয়নি বলে এদিন বাধ্য হয়ে এলাকার বাসিন্দারা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রথমে বিদ্যুৎ দপ্তরের মেটেনন্স গাড়ি আটকে দেয়। এরপরে রাস্তায় তেলের ড্রাম রেখে পুরো রাস্তা অবরুদ্ধ করে। এর ফলে মহিষমারি –দক্ষিণ বারাসত রাস্তায় গাড়ি চলাচল দীর্ঘ সময় বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে আটকে যায় প্রিয়নাথের মোড় গামী সব গাড়ি।

এরপর তিনের পাতায়

পদ্মচাষ তলানিতে, চাহিদা মেটাবে বাইরের ফুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদা কাটোয়া মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে পদ্মচাষের রমরমা ছিল। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী এই মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে মাঠঘাট, খালবিল, পুকুর, ডোবা, নয়ানজুলি প্রভৃতি জলাশয়ে ব্যাপকহারে পদ্মফুলের চাষ হত। বর্ষাস্নাত প্রকৃতির কোলে শরতের হিমেল হাওয়ায় ওইসব জলাশয়ের বুকে আগমণীর খুশিতে মাথা দোলাত হাজার হাজার পদ্মফুল। সে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য। বছরকয়েক আগেও কাটোয়া মহকুমাবাসীর কাছে এটা ছিল চেনা ছবি। তবে, সেই ছবিটা বর্তমানে অনেকটাই বিবর্ণ। কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম ১ এবং ২ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ অংশেই মূলত পদ্মচাষে আগ্রহী ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখন পদ্মচাষের সেই রমরমা নেই বললেই চলে। ফলে

এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের কাটোয়া মহকুমার বাইরের পদ্মফুল ও পাতার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হয়। এবারেও দুর্গাপুজোয় এই পরিস্থিতির তেমন কোনও ব্যতিক্রম হবে না বলেই বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

একদা দীর্ঘকাল ধরে কাটোয়া মহকুমার পদ্মফুল ও পাতায় স্থানীয় এলাকার প্রয়োজনীয় চাহিদা তো মিটতই এমনকি, বাইরের জেলাগুলিতেও এসব সরবরাহ করা হত। কিন্তু, বিগত কয়েক বছর যাবৎ সেই ছবিটা অনেকটাই বদলে গেছে। এখন মঙ্গলকোটের নিগন, কৈচর, জাগেশ্বরডিহি, চানক, যবগ্রাম, নতুনহাট, শ্যামবাজার, মাজিগ্রাম কেতুগ্রামের পাচুন্দি, নিরোল, রাউন্দি, কান্দরা, বন্দর, কেউগুড়ি, মৌগ্রাম, সীতাহাটী, উদ্ধারণপুর প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে জলাশয়গুলিতে কার্যত অনাদরেই বেড়ে উঠত রাশি রাশি পদ্মফুল।

এরপর তিনের পাতায়

পরিযায়ী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে সাবধান

কল্যাণ রায়চৌধুরী: সম্প্রতি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সভাপতির পদ থেকে দিলীপ ঘোষকে সরিয়ে, সুকান্ত মজুমদারকে রাজ্য সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়। আর দিলীপ বাবুকে দলের অন্যতম সর্বভারতীয় সহ সভাপতি করে কেন্দ্রীয় স্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপিতে সাংগঠনিক এই পরিবর্তনকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বুথ স্তরে বিজেপির দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করা সহ অভ্যন্তরীন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে সামাল দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি এই পরিবর্তনকে আগামী ২০২৪–এর লোকসভা নির্বাচনের আগাম প্রস্তুতি হিসেবেও মন্তব্য করেছেন তারা।

এ প্রসঙ্গে কলকাতা উত্তর

শহরতলি জেলা কমিটির সদস্য পার্থ ভদ্র তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমাদের দলের দলীয় নিয়ম এবং গঠনতন্ত্র মেনেই এই পরিবর্তন করা হয়েছে। হঠাৎ করে কিছু করা হয়নি। কোনও কোনও মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমে দিলীপ ঘোষকে অপসারণের কথা উল্লেখ করছে কিন্তু এটা ঠিক নয়। দলীয় নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্র এক পদে পর পর দুটো টার্ম অর্থাৎ ছয় বছরের বেশি থাকতে পারেন না। সেই হিসেবে দিলীপদার তো দুটো টার্ম কমপ্লিট হচ্ছে। দিলীপদার আমলে সংগঠন তো শক্তিশালী ছিলই। নতুন সভাপতি দলকে আরও শক্তিশালী করার জন্যে পরিকল্পনা নেবেন এবং প্রয়োজনে তিনি তার মতো করে রাজ্য সংগঠনকে ঢেলে সাজাবেন।'

বিজেপির উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'দিলীপদাও ভাল কাজ করেছেন। স্বাধীনতার সত্তর বছরে রাজ্যে এই প্রথম তাঁর নেতৃত্বেই লোকসভায় ১৮টি আসন এবং বিধানসভায় ৭৭টি আসন আমরা পেয়েছি। এবার সুকান্তদা এসেছেন। তার নেতৃত্বেও নিশ্চয়ই ভাল কাজ হবে। কারণ নব নির্বাচিত রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার একজন ভাল ও উচ্চ শিক্ষিত এবং দক্ষ সাংগঠনিক মানুষ। এছাড়া তিনি নিজে একজন এমপি, বালুরঘাট থেকে জয়ী হয়েছেন। তার নেতৃত্বে রাজ্য বিজেপি আবার তরতাজা হবে। তার নেতৃত্বেই আগামী দিনে তৃণমূলের পতন হবে। তিনি নিজেই বলেছেন, ২০২৪–এর লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে ২৫টি আসনে বিজেপি জিতবে।'

এরপর তিনের পাতায়

পুজো হয় ৭টি কল্পে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ৩৬৫ দিনের প্রায় শেষ হতে চললো। মাস গুনতে গুনতে দিন গুনতে গুনতে পুজো এখন দরজায় কড়া নাড়ছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই মায়ের আগমনী বার্তা রেডিয়োর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে আকাশে বাতাসে। বৃষ্টির ভ্রূকুটি থাকলেও ইতিমধ্যেই সোনার রবির কিরণে সাদা পেঁজা মেঘ মাঝে মধ্যে উঁকি দিচ্ছে সেই সাথে স্নিগ্ধ হিমেল বাতাস দোলা দিয়ে যাচ্ছে কাশবনে, শিউলির সুবাসে মুখরিত হচ্ছে এলাকা। এই শারদীয়া দুর্গাপুজোকে কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ হিসাবে গণ্য করা হয়। এই পুজোর ব্যবস্থা বা পুজোর আয়োজনও বেশ কঠিন। মা দুর্গাকে শাস্ত্র মতে আহ্বান করার পদ্ধতি অর্থাৎ মা দুর্গার আহ্বান কীভাবে করতে হয় সেই নিয়ে পুরোহিতদের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে ১৯ সেপ্টেম্বর

পুরোহিত প্রশিক্ষণ

শলা বৈঠক

থেকে চলবে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শোভাবাজার রাজবাড়ির ঠাকুর দালানে। রাজবাড়ির এ বছরের পালাদার তথা ট্রাস্টির সদস্য দেবরাজ মিত্র জানালেন, বহু বছরের প্রথাকে আমরা এখনও বহন করে নিয়ে চলেছি।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৫ সেপ্টেম্বর – ১ অক্টোবর, ২০২১

জল–বিদ্যুৎ আতঙ্ক

জমা জলের যন্ত্রণা বঙ্গবাসীর নতুন নয়। কলকাতার জমা জলের কাহিনী অনেকটাই পুরনো। এবারে প্রাকৃতিক বর্ষণ একটু লাগামছাড়া। একের পর এক জমা জলে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হবার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পরছে। সম্প্রতি খড়দহ, আগরপাড়া, দমদম, নদিয়া প্রভৃতি জায়গায় বিদ্যুতের তার জমা জলে পড়ে একের পর এক প্রাণহানির ঘটনা ঘটাচ্ছে। কয়েক বছর আগে কলকাতার বিভিন্ন ল্যাম্পপোস্টে যে ত্রিফলা আলোকসজ্জার জৌলস দেখা যেত তাতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছিল। জমা জলে ল্যাম্পপোস্টের তারে তড়িদাহত হয়েছে মানুষ। শাসক বিরোধী দল সেবারের মতো এবারেও উদাসীন। জল জমার নানা বৈচিত্র্যময় তত্ত্ব রাজনৈতিক আবহে ভেসে উঠেছে। এমনিতেই বজ্রপাতে একের পর এক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। তেমনই জমা জলের মৃত্যুর হাহাকার শুধু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি মর্মে মর্মে অনুভব করছে। প্রাক্ পুজোর মরসুমে বড় বড় রাস্তাগুলিতে যে গর্তগুলি হয়ে রয়েছে সেগুলিও জলপূর্ণ। সামগ্রিকভাবেই এর ফলে পরিবহন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জিনজিরা বাজারের কাছে সম্প্রীতি সেতুতে ওঠার রাস্তা বছরের পর বছর খানাখন্দে পূর্ণ থাকে। ছোটখাটো নানা দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। এই সমস্ত জায়গায় এই বর্ষায় আরও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের দুধারে বাস করা মানুষের কাছে। সম্প্রীতি সেতুর সৌজন্যে নিকাশি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। যে কোনও সময়ে ওই সমস্ত জমা জলে দমদম আগড়পাড়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারে। বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে পুর দফতরের সঠিক সমন্বয়ের অভাব একের পর এক প্রাণ অকালে ঝরে যাচ্ছে। যদিও রাজ্যের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে জমা জলে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ ব্যক্তিদের বাড়ির লোককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু ব্যারাকপুর খানাখন্দে ভরা যশোর রোডের পুনর্নিমাণ সংগঠিত না হলে দিনের পর দিন অকালে মৃত্যুর পরিসংখ্যান বেড়েই চলবে। কলকাতার ক্ষেত্রে যেখানে নিয়মিত জল জমার ইতিহাস রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় বিদ্যুৎ দফতরের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। নইলে শুধুমাত্র গণমাধ্যমে একের এক এমন হৃদয় বিদারক ছবি তুলে আনা ব্যর্থ হবে।

ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ আদৌ কতটা ফলপ্রসূ হবে তা অতীতের ঘটনা থেকে অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। তবে আশার কথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শ্যালিকা ও প্রাক্তন শিক্ষিকা ড. ইরা বসুর ন্যায্য পেনশন দীর্ঘ টালবাহানার পর বর্তমান রাজ্য সরকার খুব দ্রুত তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। অবশ্য এমন দ্রুত প্রতিশ্রুতি রক্ষা বাম আমলে শিক্ষামন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের শিক্ষকতা থেকে অবসরের পর পেনশন লাভ হয়েছিল। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকারকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে। এমন দ্রুত প্রতিশ্রুতি রক্ষা জমা জলে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হওয়া মানুষগুলোর জন্য যদি করা হয় তাহলে রাজ্যের মানুষ সরকারের ওপর ভরসা রাখতে পারবে। রাজ্য প্রশাসনের জমা জলের সুরাহার জন্য শুধুমাত্র গঙ্গার জোয়ার ভাটার দিকে না তাকিয়ে নিজস্ব পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। সামনে দুর্গাপুজো আসছে। বৈদ্যুতিক আলোতে মহানগরী হয়তো ভেসে যাবে সেই সময়ে প্রবল বর্ষণ শুরু হলে বড়ো ধরনের প্রাণহানির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে নিরাপদ বৈদ্যুতিক সাজসজ্জা গড়ে তুলতে হবে। নইলে আবারও সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে ক্ষতিপূরণের। একই পরিবারের তিন সদস্যের জমা জলে মৃত্যু কিংবা কিশোরী কন্যা হারা মায়ের আর্তনাদ প্রশাসনকে কতটা সতর্ক করবে তা আগামী দিন বলবে। জনপ্রতিনিধিদের আরও অনেক সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। বেঘোরে প্রাণ যাওয়া মানুষদের পরিজন অনেকেই ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করেছে। কতটা তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ থাকলে তারা সরকারি সাহায্য নিতে অস্বীকার করছে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূতামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ–ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

মানব–সভ্যতা তথাকথিত জড় জ্ঞানের উন্নতির দ্বারা মহাকাশযান এবং আণবিক শক্তি সহ বহু জড় দ্রব্য তৈরি করেছে, কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি থেকে মুক্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। যখনই কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তথাকথিত বৈজ্ঞানিকের কাছে এই সমস্ত দুঃখকষ্টের প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তখন বৈজ্ঞানিকটি অত্যন্ত চতুরভাবে উত্তর দেন যে, জড় বিজ্ঞান অগ্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষকে মৃত্যুহীন ও চিরতরুণ করা সম্ভব হবে। এই ধরনের উত্তর জড়া প্রকৃতি সম্বন্ধে জড় বৈজ্ঞানিকদের চরম অজ্ঞতাই প্রমাণ করে। এই জড় জগতে সব কিছুই জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মাধীন এবং জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, পরিবর্তন, ক্ষয় ও অন্তিমে মৃত্যু– এই ছয়টি অবস্থার মধ্য দিয়ে সকল জীবকেই যেতে হয়। জড়া প্রকৃতির সম্পর্কজাত কোন কিছুই এই ছয়টি অবস্থার অতীত নয়; তাই দেবতা, মানুষ, পশু বা বৃক্ষ কেউই চিরকাল এই জড় জগতে বেঁচে থাকতে পারে না।

প্রজাতি অনুসারে জীবনকাল বিভিন্ন। এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান জীব ব্রহ্মা কোটি কোটি বছর বেঁচে থাকতে পারে, আবার ক্ষুদ্র জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে সামান্য কয়েক ঘন্টা মাত্র। কিন্তু সেটি গুরুত্বপূর্ণ না।

ফেসবুক বার্তা

ভারতের শেয়ার বাজারে নয়া রেকর্ড

পার্থসারথি গুহ : ভারতের অর্থবাজার যেভাবে ঘুরে দাঁড়াল তা নিশ্চিতভাবে এদেশের পক্ষে গৌরবজনক। শুক্রবার সেনসেক্স ৬০ হাজার ও নিফটি ১৮ হাজারের ঘরে নয়া রেকর্ড গড়ল। বলাবাহুল্য, চিনের সর্বনাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের শেয়ার বাজারের এই উত্থান। বিদেশি লগ্নিকারীরা চিন থেকে মুখ ফিরিয়ে ভারতের দিকে আসায় এই অভূতপূর্ব মাইলস্টোন গড়া সম্ভব হল। ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে ইনফরমেশন টেকনোলজি, এফএমসিজি, ওষুধ ইত্যাদি সেক্টরের বাড়বাড়ন্ত। এই কারেকশন পর্ব মিটে যাওয়ার পর আশা করা হচ্ছে আগামীতে ভারতের অর্থবাজারের উন্নয়নে বড় ভূমিকা পালন করবে মেটাল ও বেশ কিছু অনুল্লিখিত সেক্টর। সেক্ষেত্রে রোটেশন সম্পূর্ণ হবে।

সব কিছু ভেঙে যাওয়ার পর ফের নতুন করে সংসার নিয়ে বসা। এ গপ্পো দীর্ঘদিন ধরেই চালু আছে শেয়ার বাজারে। এ যেন অনেকে মসকরা করে বলে থাকেন, এ হল বালির ঘর। এই আছে, এই নেই। অনেক খেটে খুটে কেউ হয়তো বালি দিয়ে কোনও আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করলেন। কিন্তু এক লহমায়, সমুদ্রের এক বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সব খানখান হয়ে গেল। নমো–২ য়ের প্রত্যাবর্তনের পর ভারতীয় শেয়ার বাজারে যেন চলছে এমনই এক নতুন ভিত প্রস্তরের কাজ। এর ওপরের দিকটা যদি ১৮ হাজার হয় নিফটির ভিত্তিতে, তাহলে নিচের জায়গাটা ১২ হাজার হতেই পারে। অন্তত এই অভিমত পোষণ করছেন বিশেষজ্ঞরাই।

শেয়ার বাজারেও এমন ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও

পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রশ্ন আসছে, পরবর্তী কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। তেলের পাশাপাশি সোনার দামে পতন আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, কমোডিটির টাকা এবার স্থানান্তরিত হয়ে শেয়ার বাজারে ঢুকছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোণা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কিন্তু যে কতদিন চলবে সে ব্যাপারে কেউ খুব একটা আলোকপাত করেননি।

এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

ধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার দুপুরে অনুমানিক ১২ টা নাগাদ ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি–২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নীরেনন্দ্রপুর গ্রামে এক অবিবাহিত যুবকের বাড়িতে বিয়ের দাবিতে ধর্নায়

বসলেন এক বিবাহিত মহিলা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ।ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। জানা গেছে ওই বিবাহিত মহিলার বয়স আনুমানিক ৩২। তার বাড়ি শিলিগুড়ি ফুলবাড়ি এলাকায়। এদিন ওই মহিলা খাগড়াবাড়ি ২ নং সংলগ্ন নীরেন্দ্রপুর এলাকার যুবকের সঙ্গে প্রেমের দাবি করেন এবং বিয়ে করার জন্যই সেই বাড়ির সামনেই ধরনায় বসেন। পরে পুলিশ এসে ওই মহিলাকে থানায় নিয়ে যায়। এদিকে ধরনার পরেই ওই যুবক পলাতক। ময়নাগুড়ি থানা সূত্রে খবর, মহিলাটিকে থানায় তুলে আনা

ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে রাজ্য জুড়ে ১ দিনের প্রতীকী ধর্মঘট পালন করল পশ্চিমবঙ্গ ডেকোরেটর সমন্বয় সমিতি। সারা রাজ্যের সাথে শিলিগুড়িতেও এই ধর্মঘটে সামিল হয় দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট ডেকোরেটার ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। ডেকোরেটার্স সমিতির দাবি, সরকারী নির্দেশিকা অনুযায়ী ৫০ জনের নিমন্ত্রিতের তালিকা শিথিল, ডেকোরেটার্স শিল্পীদের এমএসএমই স্কিমে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ হারে জিএসটি প্রদান, সরকারী দফতরে ডেকোরেটার্স কর্মীদের বকেয়া বিল পরিশোধের দাবিতে রাজ্য জুড়ে চলছে পশ্চিমবঙ্গ ডেকোরেটর সমন্বয় সমিতির একদিনের প্রতীকী ধর্মঘট। এদিন শিলিগুড়িতে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ৬ দফা দাবি পূরণের লক্ষ্যে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট ডেকোরেটার ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্যরা।

মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। নেশার জন্য ব্যবহারকারী ওষুধ থেকে শুরু করে গাঁজা , হেরোইন ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে রেকর্ড গড়তে চলেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট–এর বিভিন্ন থানা। এবার প্রায় ৪ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের জালে ধরা পড়ল খাইবুল মহম্মদ ও রিঙ্কু সিং।

কিন্তু এবার মাটিগাড়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এসওজি খাইবুল মহম্মদ ও তার সঙ্গী রিঙ্কু সিং কে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছে থেকে ২৬০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল , স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। সূত্রে জানা গিয়েছে উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগার এর বাজার মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা । মাটিগাড়া থানায় দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে

এনডিপিএস ধারায় মামলা হয়েছে । আজ খাইবুল মহম্মদ ও তার সঙ্গী রিঙ্কু সিং কে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। ইসলামপুরের বাসিন্দা খাইবুল মহম্মদ বেশ কিছুদিন ধরেই বিশ্বাস কলোনীতে অর্থাৎ তথাকথিত পাকিস্তান বস্তিতে ভাড়া থেকে মাদকের ব্যবসা চালাচ্ছিল। মঙ্গলবার এসওজির কাছে খবর আসে খাইবুল ব্রাউন সুগার নিয়ে তার ডেরায় ঢুকেছে। গোপন সূত্রে খবর পাওয়া মাত্রই স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ খাইবুলকে ধরার জন্য জাল পাড়ত। এর আগেও দুবার পুলিশের পাতা জাল ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল খাইবুল। কিন্তু এবার মাটিগাড়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এসওজি খাইবুল মহম্মদ ও তার সঙ্গী রিঙ্কু সিং কে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছে থেকে ২৬০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল , স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। সূত্রে জানা গিয়েছে উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগার এর বাজার মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। মাটিগাড়া থানায় দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রিভিউ মিটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দার্জিলিং জেলাশাসক এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুপার ড : সঞ্জয় মল্লিক , প্রিন্সিপাল ডাক্তার ইন্দ্রজিত সাহা ও ডাক্তারদের সঙ্গে রিভিউ মিটিং করলেন ।মিটিং শেষে দার্জিলিং জেলাশাসক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান গত দুই সপ্তাহ ধরে বাচ্চাদের ভাইরাল জ্বর দেখা গিয়েছে। সেই কারণে আজ রিভিউ মিটিং করা হল। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। প্রত্যেকদিন ১০ থেকে ১৫ জন শিশু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। পেডিয়াট্রিক্স ও অন্যান্য ওয়ার্ড মিলিয়ে ১১৫ টি বেড রয়েছে। প্রত্যেক বছর পুজোর আগে এই ধরনের ভাইরাল জ্বর হয়ে থাকে। অন্যান্য বারের তুলনায় এই বছর সংখ্যায় বেশি হওয়ায় সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সমস্ত বিষয়টি নজরে রাখা হয়েছে , যে সমস্ত বাচ্চার জ্বর সর্দি–কাশি নিয়ে অ্যাডমিশন হচ্ছে তারা দু–তিনদিন থাকার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছে। যদি পরবর্তীতে বাচ্চাদের ভর্তি সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে কোভিড ওয়ার্ডে যে ৩০ খানা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি পুনরায় নিয়ে আসা হবে।

নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশে নদী থেকে বালি–পাথর তোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। এর জেরে সমস্যায় পড়েছেন নদী থেকে বালি–পাথর তোলার সঙ্গে জড়িতরা। সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও অবিলম্বে বালি–পাথর তোলার অনুমতি দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার ওদলাবাড়িতে সড়ক অবরোধ করেন ট্রাক ও ডাম্পার মালিক এবং শ্রমিকরা। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। অবরোধের জেরে আটকে পড়ে প্রচুর যানবাহন। সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। খবর পেয়ে মাল থানার আই সি সুজিত লামার নেতৃত্বে অন্য পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান।

দিন দুপুরে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিন দুপুরে কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে ছিনিয়ে নিল ৫ লক্ষ টাকা। সোমবার এমনই ঘটনা ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের

রাজাহাট মোড় সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় এক পেট্রোল পাম্পের টাকা ব্যাংকে জমা দিতে যাচ্ছিল পাম্পের দুই কর্মী। এই ঘটনায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

সোমবার দুপুরে ময়নাগুড়ি ব্লকের রাজারহাট মোড় সংলগ্ন এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পের ৫ লক্ষ টাকা সেন্ট্রাল ব্যাংকে জমা দেওয়ার জন্য মোটর সাইকেলে যাচ্ছিলেন পাম্পের ম্যানেজার ও এক কর্মী। ব্যাংকে যাওয়ার পথেই রাস্তার ওপর আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারাল অস্ত্র নিয়ে পথ আটকায় ৫ দুষ্কৃতী। কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নেয় ৫ দুষ্কৃতী। টাকার ব্যাগ ছিনতাই করেই একটি গাড়িতে করে পালিয়ে যায়। দুষ্কৃতীরা আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল বলে জানা গেছে। পরে পেট্রোল পাম্পের মালিক ও ম্যানেজার ময়নাগুড়ি থানায় টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনার অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেখতে দেখতে আটত্রিশ বসন্ত পার করে এখন রীতিমতো উদ্যমী যুবকে পরিণত হুগলির পালপুকুর উন্নয়ন সংঘ। উৎসাহে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি। অভিন্ন রকমের ক্রীড়া খেলার মধ্যে নার্সারি বিভাগের (৯৫ পয়েন্টের) ফুটবল টুর্নামেন্টে ভিড়ে জমজমাট। আর এই কঁচি–কাঁচাদের ফুটবলে আরও বেশি উৎসাহ দেবার লক্ষ্যে পালপুকুর উন্নয়ন সংঘ তাদের নিজস্ব মাঠে আয়োজন করল আমন্ত্রণমূলক ৮টি

দল নিয়ে সারা বাংলা সাব জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা। প্রায় দেড় মাস ধরে প্রতিযোগিতা চলার পর ফাইনাল অনুষ্ঠিত হল ১৯ সেপ্টেম্বর রবিবার। প্রতিযোগিতার ক্লাব সম্পাদক তপন সরকার জানালেন, ক্ষুদে ফুটবলারদের ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখতে আসা ফুটবলপ্রেমী উপভোগ করল উত্তর চব্বিশ পরগনার সোদপুর ঘোলা অ্যাসোসিয়েশন এবং আগরপাড়া লাহা স্পোর্টিংয়ের হাড্ডাহাড্ডি ফাইনাল, শেষ পর্যন্ত ঘোলা অ্যাসোসিয়েশনে ৩–১ গোলে লাহা স্পোর্টিংকে পরাস্ত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। টুর্নামেন্টে দর্শনীয় ৩টি গোল করে হ্যাটট্রিক করে ঘোলা অ্যাসোসিয়েশনের বরুণ দেবনাথ, অন্যদিকে লাহা স্পোর্টিংয়ের একমাত্র গোল করেন সাজ্জিদ রাজা, ম্যান অব দি টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হয় বরুণ। তার বাড়ি কেষ্টপুর ঢালিপাড়া তারা দু'ভাই এক বোন। সে যদুনাথ কৃষ্ণপুর মাধবচন্দ্র হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। বাবা তারাপদ দেবনাথ স্যানিটারি (রাজমিস্ত্রি) কাজ করেন। মা আশা দেবী গৃহবধূ। কোচিং ক্যাম্পের প্রশিক্ষক রঞ্জিত রায় ত্রুটি–বিচ্যুতি ধরিয়ে গড়ে তুলছে বরুণকে। টুর্নামেন্টে ঘোলা দলে ৫টি গোল করে সায়ন্তন দাস। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ী ঘোলা অ্যাসোসিয়েশনকে স্বর্গীয় শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ সহ নগদ পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জীর মাতা মলয়া মুখার্জী। বিজিত লাহা স্পোর্টিংকে স্বর্গীয় অরূপ রায় স্মৃতি কাপ সহ দিন হাজার টাকা প্রদান করেন।

শিশুর জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি: জন্মদিনের সমাপতন। কেক কেটে, খাওয়া দাওয়া করিয়ে ছোট্ট শিশুরা আনন্দে মাতল হুগলির মা মিশন আশ্রমে। গত রবিবার ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মা

মিশন আশ্রমের কর্ণধার কার্তিক দত্ত বণিক ও বন্দনা বণিকের উদ্যোগে এবং চুঁচুড়া সুভাষ বোস ওয়েলফেয়ার অরগ্যানাইজেশনের তত্ত্বাবধানে সুশান্ত দাসের শিশুপুত্রের জন্মদিন উৎসব পালন হয়। আশ্রমের কঁচি কাঁচারা ঘরোয়া পরিবেশের ছোঁয়াচ মুখে হাসি ফিরিয়েছে তাদের। অনুষ্ঠানের সময়ে বোঝার উপায় ছিল না। কোনও বাড়ি নাকি আশ্রমের ঘর। এই পরিবেশে অনাবিল আনন্দে মাতোয়ারা ছোট্ট ছেলেরা ভুলেই গিয়েছিল তারা আশ্রমে পড়াশোনার মধ্যে রয়েছে। সুভাষ বোস ওয়েলফেয়ারের সেক্রেটারি সায়ন ঘোষের আয়োজন দেখে আপ্লুত। সায়নের বিনয়ী জবাব, আমি কেউ নই, আমাদের সদস্যরা অর্ঘদীপ পান্ডে, আকাশ বিশ্বাস, সায়ন হালদার, রনীত ঘোষদের সহযোগিতায় এদিন শিশুটির জন্মদিন অনুষ্ঠান পালন করতে পেরেছি।

চিত্র প্রদর্শনীতে আসানসোলে উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুধুমাত্র ছবির জনাই নিশ্চিন্ত মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে যিনি মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন আঁকায়, 'গড : এনসিয়েন্ট এলিয়েন অর আ মিথ' নামে একটি বই লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছেন, একের পর এক লিখেছেন চিত্রনাট্য, সেই বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শুভঙ্কর সিংহ দশটি ছবি এবং দীর্ঘ কুড়ি বছর পিডিলাইটে চাকরি করার পরে তিন বছর আগে শুধুমাত্র ছবিকে ভালবেসে যিনি চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি আঁকার জগতে এসেছেন, সেই সুদীপ্ত অধিকারীর ত্রিশটি, মোট চল্লিশটি ছবি নিয়ে আসানসোলের বিদ্যাসাগর আর্ট গ্যালারিতে সম্প্রতি তিন দিন ধরে হয়ে গেল ট্রিপটিচ চিত্রপ্রদর্শনী।অ্যাবস্ট্রাক এবং ফাইন আর্টসের মিশেলে শুভঙ্কর সিংহের নিবেদনে ছিল মোট দশটি ছবি। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে ছিল, ট্রাপড উইথ ইন ইনফাইনাইট, দ্য ফেমাস ফ্লাইট অফ রিবার্থ, ইম্প্রেশন, ক্রুসিফিকেশন অব ট্রুথ, এ ভ্যাগরেন্ট গডেস–সহ চোখ ধাঁধানো এক একটি ছবি। আর সুদীপ্ত অধিকারীর ছোট ছোট ত্রিশটি ছবিতেই ধরা পড়েছিল মাইথোলজি আর প্রকৃতির সংমিশ্রণ। যার মধ্যে ধরা পড়েছে ঐশ্বরিক শক্তির বিচ্ছুরণ। তাঁর যে ছবিগুলো নজর কেড়েছে সেগুলো হল মেডুসা, দুর্গা, উইশ ট্রি, হ্যামার অব থর–সহ অন্যান্য ছবি। মূলত ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা ছবিগুলো

দেখার জন্য বেলা ২টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ছিল উপচে পড়া ভিড়। শিল্পের প্রতি আসানসোলবাসীর এই আগ্রহ দেখে দুই শিল্পীই একেবারে অভিভূত। দু'জনেই জানিয়েছেন, তাঁরা যে এখানকার মানুষজনের এভাবে সাড়া পাবেন তাঁরা তা কল্পনাও করতে পারেননি। শুধু সাধারণ মানুষই নন, এই প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন এলাকার বিশিষ্ট লেখক সুরজিত সুলেখাপুত্র, আশিস মুখার্জী, পার্থ সিনহা, চিত্রশিল্পী দেবব্রত ঘোষ, পার্থ নাগ, কোহিনূর কবিরাজ, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, নীলোৎপল ভট্টাচার্য, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, অরুণাংশু আলী চৌধুরী, অর্ণব ঘোষ এবং অনুপম দাস–সহ অন্যান্য গুণীজনেরা। এত দিন শুভঙ্কর সিংহ প্রতিষ্ঠিত আর্টভার্স সংস্থার তরফ থেকে কলকাতার প্রথম সারির গ্যালারিগুলোতে চিত্র, ভাস্কর্য এবং ফোটোগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হত। তাতে অংশ নিতেন তরুণ–তরুণীতর শিল্পীরা। প্রদর্শনীতে টাঙানোর আগে ছবিগুলি ঝাড়াই–বাছাই করত সম্পাদকদের একটি চ্যানেল। এই প্রদর্শনীতে শুভঙ্কর সিংহ এবং সুদীপ্ত অধিকারী সাধারণ আমজনতার অভাবনীয় সাড়া পাওয়ায় তাঁরা ঠিক করেছেন, এ বার থেকে শুধু এই রাজ্যেই নয়, অন্যান্য রাজ্য, এমনকী গ্রাম–গ্রামান্তরেও তাঁরা ছবি নিয়ে ছুটে যাবেন। অতিমারির নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে পাড়ি জমাবেন বিদেশেও।

হেরোইন সহ গ্রেফতার

সুভাষ চন্দ্র দাশ : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ২৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করলো পুলিশ। যার বাজার মূল্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। হেরোইন উদ্ধারের পাশাপাশি ২ জন কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার কলতলা মোড় এলাকায়। ঘুটিয়ারী শরীফ এলাকা থেকে অটোয় চেপে দুজন ব্যক্তি হেরোইন নিয়ে পাচার করার জন্য বাসন্তী এলাকায় যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে এমন খবর বুধবার বিকালে পৌঁছায় বাসন্তী থানার পুলিশের কাছে। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু

করে বাসন্তী থানার পুলিশ। বাসন্তী কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন কলতলা মোড়ে একটি অটো দাঁড় করিয়ে তল্লাশি করার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে মোনাব্বর সেখ ও ফারুক মোল্লা নামে দুই ব্যক্তি। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২৫ গ্রাম হেরোইন।পাশাপাশি বাসন্তী থানার পুলিশ দুজন কে গ্রেফতার করে।ধৃতদের বাড়ি বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তর রামচন্দ্র খালি এলাকায়।১৪ দিনের হেফাজত চেয়ে বৃহস্পতিবার ধৃতদের আদালতে পেশ করে বাসন্তী থানার পুলিশ।

জলেই থমকে রিক্সা চালকের জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রকৃতির কী লীলাখেলা। কখনও মেঘ ভাঙা মুষলধারা বৃষ্টিপাত মানুষকে কাঁদাচ্ছে,আবার কখনও বা প্রখর রৌদ্রের তাপমাত্রায় খরা হয়ে ছারখার করে দিচ্ছে সবুজ পৃথিবীর বর্ণময় জীবন। প্রাকৃতিকের খামখেয়ালিপনার জন্য বিপাকে পড়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ট জীব মনুষ্য সমাজ।বিগত প্রায় এক সপ্তাহ যাব ভারী বর্ষণ চলছে।প্রবল এই বর্ষণের ফলে সমস্ত খালবিল, পুকুর, মাঠঘাট, যাতায়াতের রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমে গিয়েছে। আর এই জমা জলেই থমকে গিয়েছে জীবনযাত্রা। তখন সোমবার সকাল। ঘড়িতে সময় তখন প্রায় ১১ টা। এক নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝমিয়ে। রুটিরুজির টানে রিক্সা নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষায় বেরিয়ে পড়েছিলেন জয়নগরের দক্ষিণ বারাসাতের মঙ্গল সরদার। দক্ষিণ বারাসাত থেকে দীর্ঘ প্রায় ১৭ কিলোমিটার রিক্সা চালিয়ে গিয়ে বারুইপুরে থেমেছেন। একটিও যাত্রীর দেখা মেলেনি। হতাশ মঙ্গল সরদার হাঁটু সমান জলে ঠায় চাতকের মতো দাঁড়িয়ে যাত্রীর অপেক্ষায়।

দরিদ্র রিক্সাচালকের দাবি

চাষআবাদের জমিজমা নেই। অগত্যা জীবনজীবিকা নির্বাহের জন্য স্ত্রীর গয়নাগাঁটি বিক্রি করে একটি টোটো গাড়ি কিনেছিলেন। যার মাসিক কিস্তি সাত হাজার টাকা। সামনে পুজো ছেলেমেয়েদের নতুন জামাকাপড় কিনতে হবে। একদিক পরিবারের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার চিন্তা আর অন্যদিকে ঋণের টাকা পরিশোধ করার ভাবনা। যার জন্য প্রবল বর্ষণও হার মানাতে পারেনি সৎ, ভদ্র, দরিদ্র রিক্সাচালকের অদম্য উদ্যোগকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হাঁটু সমান জলে চাতকের মতো যাত্রীর অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকলেও ভারী বর্ষণে যাত্রীদের দেখা মেলেনি। অগত্যা দরিদ্র রিক্সা চালক মঙ্গল সরদার দুপুরে হাঁটু সমান জলের মধ্যে একমুঠো মুড়ি খেয়ে আবারও বৃষ্টির মধ্যে দক্ষিণ বারাসাতের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আগামী কালও যে রিক্সা নিয়ে বের হতে হবে। না হলে ঋণ মেটাবেন কী ভাবে!

বাঘ আটকাতে পাকাপোক্ত বেড়া

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : সুন্দরবনের লোকালয়ে হামেশাই বাঘ ঢুকে পড়ছে। আর তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া এলাকার মানুষ জন।আর তাই এবার সুন্দরবন বনাঞ্চল লাগোয়া গ্রামে বাঘের প্রবেশ রুখতে চায় বন দফতর। সেই কারণে গ্রাম লাগোয়া সুন্দরবনে স্থায়ী বেড়া দেওয়ার ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে তারা। যদিও সুন্দরবন জৈব সংরক্ষণ অঞ্চলের অর্ন্তগত দু'টি ক্ষেত্র রয়েছে। প্রথমটি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প, দ্বিতীয়টি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভাগীয় বনাঞ্চল। দু'টি ক্ষেত্রের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগে প্রায় ১১০ কিলো মিটার গ্রাম লাগোয়া জঙ্গল রয়েছে। যার মধ্যে ৫০ কিলোমিটার জালের বেড়া দেওয়া রয়েছে। আর ব্যাঘ্র প্রকল্পে প্রায় ১০৫ কিলোমিটার বন লাগোয়া এলাকা রয়েছে। সেখানে আবার পুরোটাই জালের বেড়া দেওয়া। প্রায়শই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেই জালের বেড়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর সেই সুযোগে বার বার লোকালয়ে এসে পড়ে বাঘ। এবারে সেই সমস্যা দূর করতে চান রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

তিনি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভাগীয় বনাঞ্চলে দিতে চান স্থায়ী ও পাকাপোক্ত বেড়া। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যাতে কোনওভাবেই ভাঙা বেড়ার সুযোগে লোকালয়ে প্রবেশ না করতে পারে, সে বিষয়ে মন্ত্রীর ভাবনায় একটি প্রস্তাব ও তৈরি করেছে বন দফতর। সেই প্রস্তাব কার্যকর করতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তাই বিকল্প পথ হিসাবে জাপানি সংস্থা জাপান ইন্টার ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ এজেন্সি'(জাইকা)–কে সেই প্রস্তাবটি পাঠিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বন দফতর। জাপানি এই সংস্থাটি বিশ্ব উষ্ণায়ন রোখা–সহ বন্যপ্রাণ রক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য করে থাকে। আর সে কথা মাথায় রেখেই এই প্রস্তাব গিয়েছে জাপানি ওই সংস্থার কাছে। বন দফতর সূত্রে খবর, ৪৭৮ কোটি টাকা খরচ হবে এই স্থায়ী বেড়া দিতে। বনের আইন মেনে বেড়া দেওয়ার কাজে কোনও কংক্রিটের নির্মাণ করা হবে না বলে জানিয়েছে বন দফতর। এ ব্যাপারে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা তাপস দাস বলেন, আমাদের এলাকায় ১০৫ কিলোমিটার গ্রাম লাগোয়া জঙ্গল রয়েছে। পুরোটাই বাঁশের খুঁটি ও নাইলনের জালে ঘেরা। মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।বন দফতর সূত্র জানা গিয়েছে, ঘন ঘন জালের বেড়ার ক্ষতি আটকাতেই বনমন্ত্রী স্থায়ী বেড়া বসাতে চায়। গত মে মাসে ইয়াসের দাপটে জালের বেড়া অনেকটাই ছিঁড়ে গিয়েছে। বার বার জাল ছিঁড়ে যাওয়ায় যেমন বন লাগোয়া গ্রামীণ এলাকায় বাড়ছে বাঘের উপদ্রব, তেমনই জাল ঠিক করতে করতে ও অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে বন দফতরের। তাই এ বিষয়ে পাকাপাকি কাজ করতে চান বনমন্ত্রী। তবে যে সমস্ত বনে বাঘের আনাগোনা বেশি, সেই সব বনে বেড়া দেওয়া হবে না বলেই জানা গিয়েছে। বন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এ ও বলেছেন, পৃথিবীতে সুন্দরবনের বাঘই একমাত্র নোনাজল পান করে। তাই আমরা বাছাই করা বেশ কিছু জঙ্গলে বেড়া দেব না। যাতে বাঘেরা নদীতে এসে জলপান করতে পারে। সুন্দরবনের অরণ্য ও বাঘ দুটোকেই বাঁচাতে হবে আমাদের। কুলতলির দেউলবাড়ি এলাকার কয়েক জন বাসিন্দা বলেন, আমাদের বাড়ির কাছে প্রায় দিন জঙ্গল থেকে বাঘ চলে আসে। হুংকার দেয়। আমরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকি। তাই পাকাপোক্ত বেড়া দিলে খুব ভালো হবে আমাদের। জঙ্গলের রাজা জঙ্গলে থাকুক। লোকালয়ে চলে এলে আমরা যাব কোথায়।

অভিনব অঙ্কন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত কিছু বছর ধরে গড়িয়া, কলকাতার কাছের মানুষ গ্রুপ সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত শবর জনজাতির মানুষদের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে। পুরুলিয়া জেলার হুড়া ব্লকের মাগুরিয়া গ্রামে ২৬টি পরিবারের বসবাস। তাদের ৫৪টি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর শবর পাঠশালা শুরু হয়েছিল। স্কুল বিমুখ ছেলেমেয়েদের খেলা, ছবি আঁকা, নাচ–গান ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু সুন্দর সময় কাটানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শবর পাঠশালা'র দ্বিতীয় বর্ষপুর্তিতে

কাছের মানুষ একটি অভিনব অঙ্কন কর্মশালার আয়োজন করেছিল। তিন দিনের এই কর্মশালায় বিশিষ্ট শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় মন্ডলের হাত ধরে ছেলেমেয়েরা শিখে নিল কিভাবে জলরঙ করতে হয়। কিভাবে পেস্টালের রঙ সাদা পাতায় ফুটিয়ে তোলে স্বপ্ন। এই রঙিন যাত্রা শিশুগুলির দূরন্ত অভাব অপুষ্টি এবং সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবনকে ভীষণভাবে রাঙিয়ে দিতে সাহায্য করেছে।

পরিযায়ী রাজনৈতিক

প্রথম পাতার পর

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা আদালতের জনৈক বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা বিজেপির অন্যতম সদস্য রামকৃষ্ণ দে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির সভাপতি পদে দিলীপ ঘোষের পরিবর্তন হল, বিজেপির দলীয় সংবিধান অনুযায়ী স্বাভাবিক এক নির্ভেজাল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এর মধ্যে অন্য কোনও কারণ খোঁজা আমার মতে অযৌক্তিক। বিজেপিতে আমার প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেল। তার আগে ছিলাম জাতীয় কংগ্রেসের যুব কংগ্রেস উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সেক্রেটারিও ছিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ১৯৮৪ সালে আলিপুরে প্রথম নমিনেশন দেন, তখন সেখানেও ছিলাম আমি। তরুণকান্তি ঘোষের সঙ্গে ছিলাম আমি। ১৯৯৩ সালে আমি বিজেপিতে যোগ দিই। নব নির্বাচিত রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচিতি না থাকলেও তাঁর ব্যাক গ্রাউন্ড কিছুটা জানি এই পর্যন্ত। তবে আমার প্রতিক্রিয়া এই যে, যারা প্রকৃত অর্থে বিজেপির আদর্শ নিয়ে চলে, তাদের গুরুত্ব দিয়ে কাজ করানো হোক। গত বিধানসভার ক্ষেত্রে যেটা লঙ্ঘন করা হয়েছে, যার জন্য ফল খারাপ হয়েছে। নতুন যারা এসেছে, বিশেষ করে অন্যদল থেকে যারা বিজেপিতে এসেছে তাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৫৮টি আসনে এই জাতীয় নতুন যোগদানকারীদের প্রার্থী করা হয়েছে। যে বিষয়টা প্রকৃত বিজেপি কর্মীরা ভালভাবে নেয়নি। ভোট পরবর্তী পর্যায়ে যেটা দেখা গেল, বিজেপির টিকিটে জিতে কয়েকদিন পরেই ভোল বদলে তারা পুরনো দলে ফিরে গেল। তবে দিলীপ ঘোষ সম্পর্কে বলতে গেলে তিনি ডায়নামিক। তিনি যেমন সাহসী তেমনই সাংগঠনিক সময় দিতেন। তবে রাজনৈতিক পরিযায়ী পাখিদের ক্ষেত্রে যে সাবধানতা অবলম্বনের দরকার ছিল, তা তিনি করতে পারেন নি। আসলে দলবিরোধী আইনটাকে আরও কঠোর করা দরকার। আমি নিজে আইনের লোক হওয়া সত্ত্বেও এটা মনে করি। প্রয়োজনে জনস্বার্থের মামলা হওয়ারও দরকার আছে।'

গ্রেপ্তার ডাকাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে রবিবার গভীর রাত্রে ষাট নম্বর জাতীয় সড়কে গলা কাটা ব্রিজের কাছে ওসি মহম্মদ মিখাইল মিঞার নেতৃত্বে সদাইপুর থানার পুলিশ ট্রাক ছিনতাই করার আগেই পাঁচ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। দুটি ভোজালি, একটা রড, দড়ি, হাফ ব্যাগ পাথর, দুটো মোটর সাইকেল উদ্ধার হয়েছে। ধৃতরা হলো শেখ রমজান আলি ওরফে শেখ রন্টু,সৈয়দ আজাদ ইমাম, শেখ জম্বু, শেখ রহিম, শেখ আবু সৈয়দ। শেখ আবুর বাড়ি চিনপাই পঞ্চায়েতের কোমলপুর গ্রামে। বাকি চারজনের বাড়ি চিনপাই পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর গ্রামে। সোমবার সিউড়ি আদালতে ধৃতদের তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

জেলা সংগঠনের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ সেপ্টেম্বর '২১ বাওয়ালি সঞ্চিতা কলা ভবনে অল ইন্ডিয়া স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ইউনিটের কার্যকরী কমিটি গঠন ও অ্যাসোসিয়েশনের কার্যাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জেলার বিভিন্ন ব্লকের ১৫টি এনজিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক গোপাল বেরা সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং উপযোগিতা এবং কী করা যেতে পারে তা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য পেশ এবং উপস্থিত প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে বক্তব্য রাখেন শেষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি– স্বপন কুমার রায়, সম্পাদক– মহম্মদ মোরতোজা মোল্লা, কোষাধ্যক্ষ– রবি মণ্ডল, সহ সম্পাদক– রমেশচন্দ্র মিস্ত্রি। অল ইন্ডিয়া স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তপনকুমার জানা সভাপতিত্ব করেন।

আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং শহর সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত। ক্যানিং শহরেই রয়েছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। এই মহকুমা হাসপাতালে প্রতিদিনই হাজার হাজার রোগী আসেন চিকিৎসা পরিষেবার জন্য। বিগত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে হাসপাতালের যত্রতত্র জমে রয়েছে বৃষ্টির জমাজল। জমা জলে রয়েছে ময়লা আবর্জনার স্তূপ।ময়লা আবর্জনা থেকে বাড়ছে মশা,মাছির দাপট। অতিষ্ট হাসপাতালে আসা রোগী ও তাদের

পরিবার পরিজনেরা। এমত অবস্থায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় মাতলা ১ গ্রামপঞ্চায়েত তড়িঘড়ি উদ্যোগ গ্রহণ করেন ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য। সেই মতো সোমবার সকাল থেকে যথারীতি ময়লা আবর্জনা ও জমা জল নিকাশীর জন্য শুরু হয় কাজ।হাসপাতালে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার এমন উদ্যোগে খুশি রোগীর পরিবার পরিজনেরা। স্থানীয় ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, প্রবল বর্ষনে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে যত্রতত্র জল জমে যায়।নিকাশির জন্য জমে গিয়েছে ময়লা আবর্জনাও। প্রবল বর্ষণে যাতে করে জমা জলে মশা,মাছির উপদ্রব না বাড়ে তার জন্য উদ্যোগ নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজ চলছে। বিশেষ করে রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনেরা যাতে করে কোনও দুর্ভোগের শিকার না হয় সেদিকে নজর রেখে প্রবল বর্ষণে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পদ্মচাষ তলানিতে

প্রথম পাতার পর

জানা গেছে, বর্তমানে ওইসব এলাকার মানুষজন জলাশয়গুলিতে বিকল্প চাষে অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠায় পদ্ম চাষ কার্যত তলানিতে এসে ঠেকেছে। বেশিরভাগ জলাশয়ে এখন মাছচাষ হচ্ছে। কোথাও কোথাও নয়ানজুলির মতো জলাশয়গুলিতে স্বল্পমেয়াদী ধানচাষও প্রায়শই চোখে পড়ে। এককথায়, পদ্মচাষে অনীহা বলাই যায়। জাগেশ্বরডিহির ননীচূড়া ঘোষ, কেউগুড়ির বাপন সাহা, রাউন্দির নূর আহমেদ প্রমুখ কাটোয়া মহকুমাজুড়ে পদ্মচাষে সংকটের কথা বলতে গিয়ে বিকল্প চাষে মানুষের আগ্রহের বিষয়টি বেশি করে তুলে ধরেছেন। কাটোয়ার মণ্ডলহাটের বাসিন্দা তথা ইতিহাসের ছাত্র এবং এলাকার পুরাতত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহী যুবক সুব্রত দেবনাথ বলেন, এখনতো কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে আগের মতো পদ্মচাষ দেখাই যায় না। ফলে, বিগত কয়েক বছর ধরে এলাকার বাইরে থেকে এমনকি, ভিন জেলার পদ্মফুল ও পদ্মপাতার ওপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। এবারও যে কাটোয়ার দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের বেশিরভাগকেই বাইরের পদ্মফুলের ওপর নির্ভর করতে হবে এটা বলাই বাহুল্য।

জলের সমস্যা

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর তৎপরতায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতর ৫৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই টাকায় বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের সব অঞ্চল, বজবজ–২ নম্বর ব্লকের সব অঞ্চল এবং বজবজ বিধানসভার অংশ বিশেষে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে যাবে। সরকারিভাবে এখন বাড়িতে জলের সংযোগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আছে। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী কথা দিয়েছিলেন পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করবেন।

তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই বুথে বুথে যাদের পানীয় জলের সংযোগ দরকার তার সার্ভেও হয়ে গেছে। ২২ সেপ্টেম্বর বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে জলপ্রকল্প থেকে একটি ট্যাবলো ছাড়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও নবকুমার দাস এবং সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী। অন্যান্য এলাকাতেও লিফলেটের মাধ্যমে এই বিষয়টি নিয়ে প্রচার শুরু হয়েছে।

জলমগ্ন সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ রবিবার থেকে টানা বৃষ্টির জেরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় জমেছে জল। উপকূল এলাকার পাশাপাশি জেলার শহরতলির বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। দুর্বল নিকাশি ব্যবস্থার জেরে ডায়মন্ড হারবার, সোনারপুর, বারুইপুর, মহেশতলার বিভিন্ন এলাকা এখনও জলবন্দি। এই বৃষ্টির জেরে সুন্দরবন এবং সংলগ্ন গ্রামগুলিতে চাষের জমিও জলমগ্ন হয়েছে। সুন্দরবনের সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ এবং বিভিন্ন দ্বীপে জল জমে থাকলেও বাঁধ ভাঙার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে বারুইপুর পুরসভার পঞ্চাননতলা থেকে অক্ষয় সংঘ পর্যন্ত বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং মাস্টারপাড়া, মাদারাট–বাদামতলা মোড়ও জলে ডুবে। রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার বৈকুণ্ঠপুর, নরেন্দ্রপুর, সুভাষগ্রাম স্টেশন, সুভাষ পার্ক, নন্দন কলোনি, মিশনপল্লি এলাকাতেও হাঁটু সমান জল।জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের হাসানপুর রোড জলমগ্ন, ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে জল জমে থাকায় ভোগান্তির মুখে পড়েছেন রোগী এবং রোগীদের আত্মীয় পরিজনেরা। এরই মাঝে গঙ্গা সাগরে টর্ণেডোতে ক্ষতি হলো মন্দির তীরবর্তী এলাকা সব মিলিয়ে পুজোর আগে জল চিন্তায় জেলার মানুষ।

বিদ্যুতের

প্রথম পাতার পর

আর সেই অবরোধের খবর পেয়ে বকুলতলা থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। উত্তেজিত অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে সমস্যাটি বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানায়। এরপরে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পুলিশ দিলে তবেই অবরোধ তুলে দেয় আন্দোলন কারী গ্রামবাসীরা। আর তাঁর পরেই আস্তে আস্তে গাড়ি চলাচল শুরু হয়।

বিরোধীরা

প্রথম পাতার পর

ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু অভিযোগ করেন, গত বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর তার ওপর হামলা হয়। মাথায় আঘাত নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পর, আবার অসুস্থ হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হন। বুধবার তাঁর মৃত্যু হয়। সুফলবাবু বলেন, এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত চাই। এবং প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। বৃহস্পতিবার বজবজ পুর শ্মশানে মানস সাহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ভারতীয়করণ! প্রস্তাব মানবে কে?

প্রথম পাতার পর

প্রধান বিচারপতির এই অনুভূতি কতটা বাস্তব তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন দেশবাসী বিশেষ করে যাদের অন্তত একবার কোর্ট–কাছারিতে যাওয়ার সুযোগ ঘটেছে। স্বাধীন ভারতের পুলিশ এবং আদালত সাধারণ ভারতবাসীর কাছে ব্রিটিশ আমলের মতই ভয়ঙ্কর। সকলেই চান এই দুটিকে জীবন থেকে এড়িয়ে চলতে। আজও মানুষের বদ্ধ ধারণা পুলিশ ছুঁলে আর রক্ষে নেই, আদালত তার দোসর। দুয়ে মিলে সাধুকে বানায় চোর আর চোর হয়ে যায় সাধু। একবার আইনের ধারা–উপধারার অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়লে বেরোবার উপায় নেই। প্রথমে হয়রানি, তারপর জীবন জীবিকা শুষে খাওয়ার কাহিনী। এতেই বুঁদ হয়ে ক্ষমতার মধু চেটেপুটে খাচ্ছেন ভারতীয় রাজনীতিকরা। একই আইনে কেউ অপরাধী সাব্যস্ত হয় আবার কেউ একই আইনে বেকসুর খালাস হয়ে যায়। শুধু দরকার ক্ষমতার রদবদল। আবার যে আইনের বলে এক বিচারক দোষী বলে শাস্তির বিধান দেন সেই আইনেই অন্য বিচারক তাকে নির্দোষ বলে মুক্তি দেয়। স্বদেশী বা বিদেশি আমল, এখেলা চলছে নিরন্তর। এর আগে আরও এক প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আইনের দীর্ঘসূত্রিতায় মানুষের দুর্দশা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন এক অনুষ্ঠানে যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিক নেতারা। কিন্তু চিঁড়ে আদৌ ভেজেনি।

এখানেই সেই মধু ভান্ডারের গল্প। শীর্ষ আদালত বহুদিন আগে পুলিশকে রাজনৈতিক খপ্পর থেকে বার করে স্বাধীন সংস্থা হিসাবে গড়তে চেয়েছিল কিন্তু পাত্তা দেননি কোনও রাজনৈতিক নেতাই। এবারও প্রধান বিচারপতির ভারতীয়করণের প্রস্তাব রাজনৈতিক মহলে তেমন আমল পাবে বলে মনে হয় না। পুলিশ আর আদালত যদি সাধারণ মানুষের বন্ধু হয়ে ওঠে তাহলে রাজনীতিকদের সর্বনাশ। সব দাদাগিরিই বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে কেউ তো কথা শুনবে না। ফলে মুখে যতই জাতীয়তাবাদের বুলি ফুটুক না কেন ব্রিটিশের আইনই এ দেশের রাজনীতিকদের সবচেয়ে জনপ্রিয় হাতিয়ার। জনগণ থাকবে আইনের বশ হয়ে, পুলিশ হবে ভয়ের কারণ তবেই তো জমবে ক্ষমতার মজা। তা না হলে আর রাজনীতি করে লাভ কি। এসব বাঙ্গ না বাস্তব বোঝা যাবে আইনের ভারতীয় করণের প্রস্তাবে কতজন রাজনীতিক সামিল হন তার সংখ্যা গুনে।

পুজো হয় ৭টি কল্পে

প্রথম পাতার পর

গত বছর এই প্রশিক্ষণ শিবির অনলাইনের মাধ্যমে হয়। কিন্তু এ বছর আমরা সমস্ত করোনাবিধি মেনে ঠিক করেছি সশরীরেই উপস্থিত থেকে হবে। প্রশিক্ষণ দেন জয়ন্ত কুশারী। তিনি বলেন, 'দুর্গা পুজো হয় ৭টি কল্পে। ১) কৃষ্ণানবমাদি কল্প অর্থাৎ ১৫ দিন ধরে মায়ের আরাধনা, ২) প্রতিপদাদি কল্প অর্থাৎ নয় দিনের আরাধনা, ৩) ষষ্ঠাদি কল্প অর্থাৎ চার দিনের আরাধনা, ৪) সপ্তমাদি কল্প অর্থাৎ তিন দিনের যা শারোদৎসব হিসাবে আমরা করে থাকি, ৫) মহাষ্টমাদি কল্প অর্থাৎ দুই দিনের পুজো, ৬) কেবল মহাষ্টমী, ৭) কেবল মহানবমী। এই দুর্গাপুজোর রীতি নীতি নিয়ে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পুরোহিতদের সঠিক তথ্য দেওয়া এবং তারা যাতে সঠিক ভাবে দুর্গাপুজো করতে পারে তা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যা বহু বছর ধরেই আয়োজন করে আসছে সর্বভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যা আকাদেমি।' উনি আরও বলেন, মা দুর্গার পুজো করার অধিকার সকলের যে কেউ মা দুর্গাকে ডাকতে পারেন। যারা বিদেশে বা এমন কোনও জায়গায় রয়েছেন যেখানে মা দুর্গার মূর্তি বা ছবি কিছুই নেই একটা ফুল পর্যন্ত নেই সেখানেও সেই ব্যক্তিও মা দুর্গার চরণে ভক্তি ভরে পুজো সম্পন্ন করতে পারেন শুধু তাকে ডান হাতের বুড়ো আঙুল উপর দিকে লম্বা করে অন্যান্য সব আঙুল মুঠো করে সেই বুড়ো আঙুলের ওপর দিয়ে বেসিনে দাঁড়িয়ে ভক্তি ভরে জল ঢাললেও মা দুর্গার চরণের সমর্পণ হবে। অর্থাৎ বুড়ো আঙুল হচ্ছে শিবলিঙ্গের প্রতীক এবং সেই জল বয়ে গৌরী পৃষ্ঠে গৌরী চরণে গিয়ে পড়বে। এছাড়াও তিনি বলেন, পঞ্চ উপচার, দশ উপচার, ষোল উপচার ছাড়াও মা দুর্গাকে শুধু গন্ধ পুষ্প সেটুকুও না থাকলে শুধু জল তাও না পেলে শুধু মনের ভক্তি দিয়েই পুজো সম্পন্ন করা যায়। শোভাবাজার রাজবাড়িতে এই ১৫ দিনের কল্পে পুজো আরম্ভ হবে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে। চণ্ডীবেদীতে ঘট স্থাপন করে প্রত্যেকদিন চলবে চণ্ডীপাঠ সেই মহানবমী পর্যন্ত। প্রশিক্ষণ নিতে আসা এক মহিলা বলেন, তিনি পুজাচনাকে এখনই পেশা না করলেও সঠিক পদ্ধতি এবং কী কারণে কোন জিনিসটি হয় সেই জ্ঞান অর্জন করবার জন্য তিনি এসেছেন। এছাড়াও অনেক যুবরাও কেউ বিটেক করেন তো কেউ ভূগোল নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করছেন তাঁরাও পুজোকে ভালোবেসে শিখবার জন্য এসেছেন। অভিনন্দন রায় বলেন, প্রত্যেক বছরই তিনি আরও নতুন নতুন জিনিস জানবার জন্য এই প্রশিক্ষণ শিবিরে আসেন। তিনি দুর্গাপুজোর সময় চণ্ডীপাঠ করেন এবং ভবিষ্যতে মূল আসনে বসে পুজো করার ইচ্ছা তার আছে।

এছাড়া ১৯ সেপ্টেম্বর শোভাবাজার রাজবাড়িতে বাড়ির পালাদার এবং সদস্যদের নিয়ে ৮ জন পণ্ডিত সভা বৈঠকে বসেন। সেদিনই ঠিক করা হয় দুর্গা পুজোর সময়সূচি। পণ্ডিতদের পরামর্শ মতন ২৯ সেপ্টেম্বর সময় বিকাল ৪টে ৩৭মিনিটের পর শোভাবাজার রাজবাড়িতে ঢাকে কাঠি পড়বে শুরু হবে মায়ের আবাহনী পুজো। দেবরাজ মিত্র বলেন, বাড়িতে এখনও যা কিছু হয় সবই সেই আড়াইশো বছরের রীতি মেনে, সেই রীতিরই একটি অঙ্গ হলো সভা বৈঠক।

লেন্স বার্তা

কোস্টাল সেন্ট্রাল বেল্ট প্ল্যান্টেশনের কাজ চলছে নিউ দীঘা জুড়ে। দুর্যোগ এর সাথে মোকাবিলা করতে বেড়েছে ঝাউ গাছ এর সংখ্যা।

নিউ আলিপুরে অতি বৃষ্টির কারনে রাস্তায় নেমেছে ধস,চলছে সারাই।

জলবন্দি বিনোবা ভাবে রোড সংলগ্ন রাস্তা, তারাতলা। ছবি : অভিজিৎ কর

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার ৬৩, ৭০ থেকে ৭৪, ৭৭ ও ৮২ এই ৮ টি ওয়ার্ড নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ১৫৯ নম্বর ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই কেন্দ্রে নির্বাচনী বুথ রয়েছে ২৮৭ টি। ২০১১ – র মতো এবারের উপনির্বাচনে এই কেন্দ্রে মোট প্রার্থী রয়েছেন ১২ জন (মহিলা প্রার্থী ৫ জন)। রাজ্যের সপ্তদশ বিধানসভার প্রথম উপনির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশন ওয়াচ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) এখানের এই ১ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোট ১২ জন প্রার্থীর স্ব-ঘোষিত হলফনামা বিশ্লেষণ করেছে। এই ১২ জনের মধ্যে ২ জন প্রার্থী ঘোষণা করেছেন যে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এই ২ জনের মধ্যে আবার একজন ঘোষণা করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি মামলা রয়েছে। ১২ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ৬৭.৩৬ লক্ষ টাকা। ২ জন প্রার্থী কোটিপতি। ৩ জন প্রার্থী ঘোষণা করেছেন তাঁদের দেনা বা লাইবেলিটিস আছে।

এবার আসা যাক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের পরিচয়ে – ১) বিজেপি প্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টের অত্যন্ত সুদক্ষ আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের (বয়স – ৪১) শিক্ষাগত যোগ্যতা – স্নাতকোত্তর। মোট সম্পদ ৩,৬৯,৯১,৫৬০ টাকা। নিজস্ব আয় ১০,৩৫,২৩৫ টাকা। দেনা ৭২,৩৯,৯৫৩ টাকা। ২) সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সমাজকর্মী ও দক্ষ রাজনীতিবিদ (রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের দেওয়া তথ্যানুযায়ী উনি একজন অ্যাডভোকেট) মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বয়স – ৬৬ বছর ৮ মাস) শিক্ষাগত যোগ্যতা – এমএ, বিএড, এলএলবি। মোট সম্পদ ১৫,৩৮,০২৯ (অস্থাবর) টাকা। নিজস্ব আয় ১৫,৪৭,৮৪৫ টাকা। কোনও বকেয়া কর বা দেনা নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব কোনও বাড়ি, গাড়ি, চাষযোগ্য জমি এবং পৈতৃক সম্পত্তি নেই। ৩) সিপিআইএম প্রার্থী আলিপুর কোর্টের আইনজীবী শ্রীজীব বিশ্বাসের (বয়স – ৩১) শিক্ষাগত যোগ্যতা – পেশাদার স্নাতক। মোট সম্পদ ৩২,১০,৮৪০ টাকা। নিজস্ব আয় ৫,৪৮,৭৭২ টাকা। দেনা ৩,৭১,০৫৪ টাকা। ৪) ভারতীয় ন্যায় অধিকার রক্ষা পার্টির প্রার্থী স্বর্ণলতা সরকার (বয়স – ৪৫)। ৫) নির্দল প্রার্থী স্বনির্ভর রুমা নন্দন (বয়স – ৫১)। ৬) নির্দল প্রার্থী শাহিন আহমেদ (বয়স – ৩৪)। ৭) নির্দল প্রার্থী ব্যবসায়ী মলয় গুহ রায় (বয়স – ৫৪)। ৮) নির্দল প্রার্থী ব্যবসায়ী সুব্রত বসু (বয়স – ৬২)। ৯) নির্দল প্রার্থী শতদ্রু রায় (বয়স – ৩৬)। ১০) নির্দল প্রার্থী চন্দ্রচূড় গোস্বামী (বয়স – ৩২)। ১১) বহুজন মহা পার্টির প্রার্থী দোকানদার মঙ্গল সরকার (বয়স – ৪১) এবং ১২) নির্দল প্রার্থী সমাজকর্মী আশরাফ আলম (বয়স – ৪০)।এবার আসা যাক পুনঃপ্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সম্পদের তুলনায় – ১) বিজেপি প্রার্থী আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন – ২০২১ – এ কলকাতা উত্তর জেলার এন্টালি (১৬৩) কেন্দ্র থেকে প্রথমবার বিজেপি প্রার্থী রূপে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২০২১ – এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সময় ওনার মোট সম্পদ ছিল ৩,৫২,৮১,৮৭৯ টাকা। এবারের ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের সময় মোট সম্পদ ৩,৬৯,৯১,৫৬০ টাকা। চার মাসে ওনার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭,০৯,৬৮১ টাকা। ওনার স্বামী একজন চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট। সম্পদের বৃদ্ধি ৫ শতাংশ। ২) সমাজকর্মী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়ের উৎস রয়্যালটি ও ব্যাঙ্কে জমানো অর্থের সুদ। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন – ২০২১ – এ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম(২১০) কেন্দ্র থেকে নির্বাচনের সময় ওনার মোট সম্পদ ছিল ১৬,৭২,৩৫২ টাকা। এবার কলকাতা দক্ষিণ জেলার ভবানীপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ওনার মোট সম্পদ হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১৫,৩৮,০২৯ টাকা। চার মাসে ওনার সম্পদ হ্রাস পেয়েছে ১,৩৪,৩২৩ টাকা। সম্পদের হ্রাস ৮ শতাংশ। ৩) স্বর্ণলতা সরকার এন্টালি কেন্দ্রের পর এবার ভবানীপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গত চার মাসে ওনার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৭ শতাংশ। ৪) সুব্রত বসু নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের পর এবার ভবানীপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গত চার মাসে ওনার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ শতাংশ। ৫) আশরাফ আলম চার মাস পর আবার একই কেন্দ্র ভবানীপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গত চার মাসে ওনার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২৩ শতাংশ। ওনি ৪৮৮ টি ভোট পেয়েছিলেন। আর শেষ ৬ নম্বর ব্যক্তি হলেন মঙ্গল সরকার। গত চার মাসে ওনার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪৭ শতাংশ।

আক্রান্ত ডেকরেটর্স সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে জেলাশাসকের দফতরে স্মারকলিপি জমা দিল পশ্চিমবঙ্গ ডেকরেটর সমন্বয় সমিতি। সেই সঙ্গে এই পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে ২০ সেপ্টেম্বর রাজ্য জুড়ে ধর্মঘটে রাজ্যের ডেকরেটর্স ব্যবসায়ীদের এক প্রতিনিধি জানান, আমরা পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে এদিন সারা রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের বিডিও এবং বিভিন্ন মহকুমায় মহকুমা শাসকের কাছে আমাদের দাবি-দাওয়া জমা দিলাম। আমাদের ডেকরেটরিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যারা আছেন, লাইটিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যারা আছেন, মাইকিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যারা আছেন এবং ফুল ও ক্যাটারিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যারা আছেন, আজ আমরা সমস্ত ব্যবসায়ীরা একই ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে আজকে আমরা এই ধর্মঘটটাকে আহবান করেছি। ওই প্রতিনিধি জানান, আপনারা জানেন, আমাদের এই ব্যবসা গত দু'বছরে কোভিড নাইন্টিন অতিমারি ও তার ফলস্বরূপ লকডাউনের কারণে প্রচুর ডেকরেটর তাদের ব্যবসার মালপত্র পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়েছে। সেকারণে আমাদের পাঁচ দফা-দাবির – ১) কোভিড বিধিনিষেধ থেকে ৫০ জনের বিধিবদ্ধ নিমন্ত্রিত সংখ্যা শিথিল করতে হবে। ২) রাজ্য সরকারের এমএসএমই (মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস) দফতরের আওতায় স্বল্প সুদে দুস্থ ডেকরেটরদের অনুদানভিত্তিক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩) সরকারি দফতরে ডেকরেটরের কাজ 'সিভিক কন্ট্রাক্টর'দের দেওয়া চলবে না। ৪) ডেকরেটর শিল্পের ওপর আরোপিত অতি উচ্চহারে ১৮ শতাংশ (যার ন'শতাংশ রাজ্য পায় আর বাকি ন'শতাংশ কেন্দ্র পায়) জিএসটি – র পরিবর্তে ৫ শতাংশ করতে হবে। এবং ৫) সরকারি দফতরে ডেকরেটরদের দীর্ঘ দিনের বকেয়া টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে। এই পাঁচটি দাবির ভিত্তিতে ২০ সেপ্টেম্বর সোমবার 'পশ্চিমবঙ্গ ডেকরেটর সমন্বয় সমিতি' রাজ্য জুড়ে ধর্মঘট ডাক দিয়েছে। মূলত মাইক-লাইট-ক্যাটারার-ফুল ও ডেকরেটর শিল্পের বন্ধুদের অযথা পুলিশি হয়রানি বন্ধ করার দাবিতে এদিন তারা এই স্মারকলিপি জমা দেয়। মূলত এই শিল্পগুলিকে বাঁচাতে এদিন রাজ্যের জেলাশাসকদের দফতরে এই স্মারকলিপি জমা দেয়। আমরা দাবি করেছি, যখন সারা রাজ্য জুড়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সকাল থেকে রাত্রি ১১ টা পর্যন্ত। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এই ৫০ জনের বিধিবদ্ধ নিমন্ত্রিত তালিকা এটাকে শিথিল করতে হবে। তা না হলে এই ডেকরেটিং শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবে। আমরা দাবি করেছি যে, আমাদের সঙ্গে যুক্ত অনেক লাইটিং-মাইক ব্যবসায়ীরা আছেন, যাঁরা রাতবিরেতে কাজ সেরে বাড়ি ফেরেন, তারা অনেক সময় পুলিশি হয়রানির স্বীকার হন। আবার কমিটি গুলির কাছে মাইক বাজাতে গেলে তারাও হয়রানির স্বীকার হন। সেক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ে, আমাদের সমস্ত মেটিরিয়ালের ওপরে। সেকারণেই আমরা বলেছি, পুলিশি হয়রানি বন্ধ করতে হবে। এই পাঁচটি দাবির ভিত্তিতে এদিন সারা শহর রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল হয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে ও দূরদর্শন ধারাবাহিকে ইতিহাসের বিকৃতি

রাতুল দে : চলচ্চিত্র বা সিনেমা কার না পচ্ছন্দ। বলতে গেলে ভারতীয়রা সিনেমা প্রেমী। কোনো সিনেমা রিলিজ হলেই সিনেমা হলে ভিড় জমে যায়। ভারতীয় চলচ্চিত্র স্বাধীনতার পর থেকে সাদাকালো যুগ হয়ে রঙিন পরে এইচডি এবং বর্তমানে থ্রিডি যুগে প্রবেশ করেছে। ভারতীয় চলচ্চিত্র বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে যেমন – সামাজিক , স্বাধীনতা আন্দোলন, বিভিন্ন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব , ভারতীয় সেনাবাহিনীর শৌর্যগাথার , আবার কখনো ইতিহাসের রাজা – বাদশাহ – সুলতানদের উপর। কিন্তু ইতিহাস বিষয়ক ধারাবাহিক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলো কতটা ইতিহাস ভিত্তিক তৈরি করা হয়েছে। আমরা জানি অতীতে ও বর্তমানেও ইতিহাস ভিত্তিক চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ধারাবাহিক তৈরি করা হয়। কিন্তু সেখানে নির্দেশক সত্যি ইতিহাস দেখাচ্ছেন নাকি মিথ্যা তথ্য দেখিয়ে জনগণের সামনে তথ্য বিকৃত করে টিআরপি বাড়ানোর চেষ্টা। সেটা জানা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ ২০০৮ সালে রিলিজ হওয়া বলিউড মুভি যোধা আকবর ছবিতে আমরা দেখি অম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধাবাই – এর সাথে সম্রাট আকবর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। এই যোধা – আকবর প্রেম কাহিনীকে নিয়ে আবার ২০১৩ সালে একটা হিন্দি সিরিয়ালও তৈরি করা হয়। এবার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে আমরা দেখতে পারি আকবর যাকে বিয়ে করেছিলেন তার নামই যোধাবাই নয়। যোধাবাই নামে কোনো নামেরই অস্তিত্ব নেই। ঐতিহাসিক ড. গৌরিশঙ্কর ঝা বলেছেন আকবর যাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি ইতিহাসে যোধপুরী বেগম নামে পরিচিত। তাঁর আসল নাম এখনও পর্যন্ত অজানা, আর যোধা – আকবরের প্রেমকাহিনী হচ্ছে কাল্পনিক। ঠিক একইভাবে ঐতিহাসিক ড. সতীশ চন্দ্র তাঁর মধ্যযুগের ভারত ২ য় খণ্ড সুলতানি আমল থেকে মুঘল আমল (১৫২৬ – ১৭৪৮) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে আকবরের নীতি অব্যাহত রেখে তাঁর পুত্র জাহাঙ্গির রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। আকবরের জীবদ্দশাতেই তিনি কচ্ছওহায়ের রাজা ভগবন্ত দাসের কন্যাকে এবং যোধপুরের রাজকুমারী রাজা উদয় সিংহের কন্যা মণিবাইকে বিবাহ করেন। অষ্টাদশ শতকের রাজপুত গ্রন্থ যোধপুর রাজ্যকি খায়াত

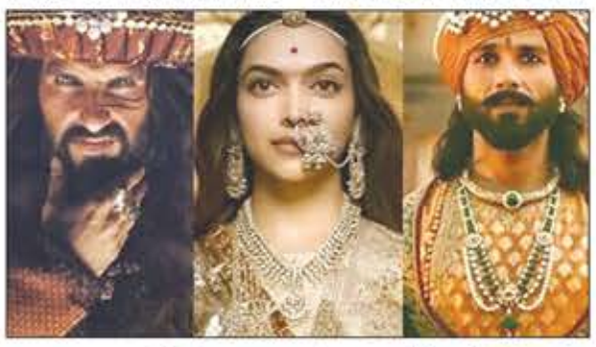

– এ বলা আছে মণিবাইয়ের অপর এক নাম ছিল যোধাবাই। আকবর তাকে 'তাজবিবি' উপাধি দান করেছিলেন এবং আগ্রায় তাঁর

নামেই তাজগঞ্জ মহল্লা নির্মাণ করেছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে জাহাঙ্গির এর পত্নীর নাম যোধাবাই। কিন্তু চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছিল যে আকবরের স্ত্রী যোধাবাই। সুতরাং বলাই যায় টিআরপি বাড়ানোর জন্য ইতিহাসের নামে তথ্যের অপপ্রচার চালানো। এবার আসা যাক বাংলা সিরিয়াল রানী রাসমণি প্রসঙ্গে। ২০১৮ সাল থেকে শুরু হওয়া এই ধারাবাহিক বাংলার ঘরে ঘরে প্রত্যেকের নজর কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু এই ধারাবাহিকে অনেক কিছু বিষয় অতিরঞ্জিত করে দেখানো। অর্থাৎ এখানেও টিআরপির জন্য ইতিহাসের বিকৃতি দেখানো হয়েছে। যেমন রানি রাসমণির জামাই মথুরমোহন বিশ্বাসকে একজন স চরিত্রের ও একজন বিশ্বস্ত জামাই হিসেবে দেখানো হয়েছে।

ইতিহাসের পাতা ঘাটলে আমরা দেখতে পাই মথুরমোহন বিশ্বাস একজন বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। তিনি রানী মার সম্পত্তি জবরদস্তি দখল করার চেষ্টা করেছিলেন। তখনকার কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে রানী রাসমণি জয়লাভ করেন। আর মথুরমোহন বিশ্বাস পতিতালয়েও যাওয়া আসা করতেন। এর থেকে বোঝা যায় ধারাবাহিকে যা দেখানো হয় বাস্তবে সেটা একটা বিশ্বাসঘাতককে সৎ বলে প্রমাণ করার জন্য টিআরপির খেলা। টিআরপি আর ইতিহাস বিকৃতির ক্ষেত্রে সিনেমা পদ্মাবতী কথা উল্লেখ করতেই হয়। ২০১৮ সালে ১৫ জানুয়ারি সঞ্জয় লীলা বানশালীর এই সিনেমাটি রিলিজ হয়। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রণবীর সিং (আলাউদ্দিন খিলজি), তাঁর সহধর্মিণী দীপিকা পাড়ুকোন সিং (রানি পদ্মাবতী) , সাহিদ কাপুর (রতন সেন)। সিনেমায় আমরা রাঘব চেতনের কথা উল্লেখ পাই। যিনি রতন সিং – এর রাজপুরুত ছিলেন। তিনি সিংহল থেকে নিয়ে আসা রতন

সেনের পত্নী পদ্মাবতীকে সহ্য করতে পারেননি। যার ফলে রাজামশাই তাকে দেশ থেকে বের করে দেন। তিনি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দিল্লির সুলতান আলাউদ্দীন খলজিকে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনিয়ে চিতোর আক্রমণের জন্য উৎসাহিত করেন। আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করলে রানা আর সেনাপতিরা যুদ্ধে আত্মবলি দান দেন। রানি পদ্মাবতী জৌহর ব্রত পালন করে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাকে না পেয়ে আলাউদ্দীন পাগল হয়ে যান। এটাই সিনেমার গল্প , কিন্তু বাস্তবে কতটুকু মিল রয়েছে তা জানার চেষ্টা করব।

তৎকালীন কোনো ঐতিহাসিক পদ্মিনীর নাম শোনেননি। খসরু, বারানী, ইসামী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকরাও নীরব। আলাউদ্দীন চিতোর জয় করে রাজা রতন সেনকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু রাজার দুই ভাই গোড়া সিং ও বাদল সিং যুদ্ধে বীরগতি প্রাপ্ত হন। তারপর তিনি তড়িঘড়ি করে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন, তাঁর কাছে রানার পত্নীদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না। অর্থাৎ এর থেকে প্রমাণ হয় কোনো জৌহর ব্রত পালন করা হয়নি। ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ রায় তাঁর 'মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস সুলতানী আমল (ত্রয়োদশ থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী)' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ১৫৪০ সালে অর্থাৎ চিতোর দুর্গের পতনের ২৩৭ বছর পরে , রায়বেরিলীর কাছে ছোট একটা শহরের অধিবাসী মালিক মহম্মদ জয়সী পদ্মাবতী নামে হিন্দিতে একটা কবিতা লেখেন। তিনি ফার্সি অক্ষরে হিন্দি ভাষায় এটি লিখলেও, অযোধ্যার পরম্পরা বলে যে তিনি ফার্সি শব্দ যথাসম্ভব পরিহার করেছেন।

এর মমার্থ বোঝাতে গিয়ে কবি নিজেই বলেছেন যে এখানে চিতোর হচ্ছে শরীর , রাজা হচ্ছে মন, সিংহল হচ্ছে হৃদয়, পদ্মিনী হচ্ছে জ্ঞান ও আলাউদ্দীন মানে কামনা। রোমান্টিক কবিকে ইতিহাসের ঘটনা বা ভৌগোলিক স্থান মানতে হবে এরকম কোনও কথা নেই। ওঁর লেখাতে দেখা যায় যে সাত – আট বছর অবরোধ চালানোর পরেও আলাউদ্দীন চিতোর জয় করতে পারেন নি। উনি কৌশলে রাজাকে বন্দী করে দিল্লিতে নিয়ে আসেন এবং রাজার সিংহলী স্ত্রী পদ্মিনীকে না দিলে রাজাকে ছাড়বেন না ঘোষণা করেন। রাজাকে অবশ্য পরে গোপনে উদ্ধার করে চিতোর নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীকালে ফেরিস্তা পদ্মাবতী না পড়ে ও কেবল মাত্র শুনে একে ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন। রাজপুত চারণ কবিরা দিল্লির ইতিহাস না জেনে ও রোমান্টিকতায় মুগ্ধ হয়ে এ গল্পটি গেয়ে বেড়িয়েছেন। রাজস্থানী ঐতিহাসিকদের প্রধান ঐতিহাসিক গৌরিশঙ্কর ঝা এ গল্পের মধ্যে ইতিহাসের ঘটনার কত অমিল আছে তা দেখিয়েছেন। ঐতিহাসিক কে এস লাল বলেছেন যে এই গল্পকথার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এছাড়াও আরও অনেক চলচ্চিত্র রয়েছে যেখানে দেখানো হয়েছে অন্যকিছু কিন্তু বইয়ের পাতায় আর এক কিছু। এটা শুধু আজকের ঘটনা নয় চলচ্চিত্রের প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ইতিহাস বিকৃতি চলে আসছে। এর জন্য প্রত্যেক ইতিহাস প্রেমী মানুষদের একত্রভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

শরীর ভালো রাখতে স্বাধীনতার দৌড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৩ আগস্ট থেকে স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে কেন্দ্র সরকার সারা ভারতে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে ফিট ইন্ডিয়া রানের এক কর্মসূচি নিয়েছে যা চলবে ২ অক্টোবর পর্যন্ত। এই কার্যক্রমের মধ্যেই রয়েছে এক অভিনব ভাবনা। বলা হয়েছে ৭৫ টি গ্রামে ৭৫ টি মহল্লায় ৭৫ জন করে যুবকদের নিয়ে নেহেরু যুব কেন্দ্র শরীর গঠনের জন্য তথা শরীর সুস্থ রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে সেই মর্মে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে এই ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রানের আয়োজন করেছে চেতলার হিন্দ সংঘ এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রতি এলাকার যুবকদের নিয়ে সাংগঠনিকভাবে সম্পন্ন করে।

এই উপলক্ষে ১৮ সেপ্টেম্বর বিবেকানন্দ যোগা সংস্থানের হলে নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা এবং সনাতন ভারত ইয়ুথ ক্লাবের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল গানের মাধ্যমে শুভ সূচনা হয় এই অনুষ্ঠানের। যুব কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান-নিকোবরের ডিরেক্টর নন্দিতা ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে বক্তব্যে বলেন স্বাধীনতার ৭৫ বছরের যেসব মানুষের নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দেশের মানুষের ভালোর জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং স্বাধীনতা অর্জন করে এনেছেন তাদের তর্পণ করায় আমাদের লক্ষ্য এবং তার সাথে সাথে শরীর সুস্থ না রাখলে কোন কাজে এগিয়ে যাওয়া যাবে না তাই আমাদের ফিট থাকতে হবে তবেই আমরা দেশের জন্য কাজ করতে পারব। নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার প্রধান অন্তরা চক্রবর্তী বলেন আমরা এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যারা এখনো বেঁচে আছেন তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম সেখানে গিয়ে তাদের সম্মাননা জানিয়েছি । আজকের আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতকে সুস্থ-সবল রাখতে প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি। একটা শপথবাক্য পাঠ করা হয় যেখানে সকলে প্রত্যেকদিন ৩০ মিনিট করে শরীরচর্চা করবেন। এদিনের অনুষ্ঠানে সকল যুব যুবারা যোগ প্রশিক্ষণ নেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে এলাকায় দৌড় এর মাধ্যমে সকলে পরিক্রমা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সনাতন ভারতের সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী।

কবিতা লিখছেন
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পি সি সরকার (জুনিয়র), তপনদেব চট্টোপাধ্যায়, দীপ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শৌভিক গাঙ্গুলি ও আরও অনেকে

বিদ্যাসাগর কলকাতায় এলেন
ড. দীপককুমার বড় পন্ডা

বাংলা ছবিতে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব
লিখছেন : ড. শঙ্কর ঘোষ

আন্দামানে যেসব শহিদদের মনে রাখেনি তাঁদের মনে করাচ্ছেন
ড. জয়ন্ত চৌধুরী

ভগবানের ঠিকানার খোঁজ দিলেন
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

রোমহর্ষক জীবনের রোমহর্ষক সত্য কাহিনী পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন
অরিন্দম আচার্য

আসছে....

রম্যরচনায় সুকুমার মণ্ডল

প্রাচীনকালের পোর্সেলিনের পুতুল দুর্গার পরিচয় করাচ্ছেন
উজ্জ্বল সরদার

বিভিন্ন স্বাদের গল্পে আছেন
সিদ্ধার্থ সিংহ, পার্থসারথি গুহ, প্রণব গুহ ও আরও অনেকে

এখনি বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে। যোগাযোগ : ৯৮৭৪০১৭৭১৬

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com